Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩ মার্চ, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ৯ সংখ্যা ১ মার্চ, ২০১৪ ১৬ ফাল্গুন, ১৪১৯

মুখ্যমন্ত্রীর কো-অর্ডিনেশন কমিটি ভাঙার হুমকির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জেলার সর্বত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ ফেব্রুয়ারি : ১২ জুলাই কমিটির সাংগঠনিক কনভেনশন হয়ে গেল বর্ধমানের কর্মচারী ভবনে। ২৬ ফেব্রুয়ারি জেলা কনভেনশনে উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদক অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কর্মচারী-বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে কর্মচারীদের জমায়েত ছিলো চোখে পড়ার মতো। তিল ধারনের জায়গা ছিলো না। প্রায় ৪৫০ জন প্রতিনিধির একটাই সুর— মুখ্যমন্ত্রীর কো-অর্ডিনেশ কমিটি ভেঙে দেওয়ার হুমকির কাছে মাথা নত করবো না।

উদ্বোধক মুখ্যমন্ত্রীকে সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, তিনিও অনেক চেষ্টা করেও পারেনি। আপনিও পারবেন না। এখন আরও ভয়াবহ আক্রমণ নেমে এসেছে। এই প্রেক্ষাপটেই যুক্ত সংগ্রাম প্রয়োজন একা কোনো সংগঠন টিকতে পারবে না। সমস্ত সংগঠনকে একত্রিত করে এর মোকাবিলা করতে হবে। সারা দেশে ২৯টি সংগঠন একত্রিত হয়েছে। এরজন্যই ১২ জুলাই কমিটি জরুরি।

কনভেনশনে প্রতিবেদন পেশ করেন ১২ জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রঞ্জিত দত্ত। ১২ টি প্রস্তাব পাশ হয়। কনভেনশন থেকে যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন প্রণব আইচ ও রঞ্জিত দত্ত। অশোক চ্যাটার্জী, প্রভাস পাল এবং তাপস যশকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী কনভেনশন পরিচালনা করেন।

১২ জুলাই কমিটির মিছিল বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ ফেব্রুয়ারি : বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সব ব্যর্থতাতেই মাওবাদী অথবা সি পি আই(এম)-এর ভূত দেখেছেন। সম্প্রতি কো-অর্ডিনেশন সমর্থিত কর্মচারী ইউনিয়নে সি পি আই(এম)-এর ভূত দেখছেন। ডি এ দিতে না পারা, পে কমিশন গঠন সংক্রান্ত ব্যর্থতা ঢাকতে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতেই মুখ্যমন্ত্রী কো-অর্ডিনেশন ভেঙে দেওয়ার কথা বলছেন। এর বিরুদ্ধে সারা রাজ্যে কর্মচারীরা গর্জে ওঠেন। বর্ধমান জেলার রাজ্য সরকারি কর্মচারী, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলেই রাস্তায় নামেন।

এদিন বর্ধমান শহরে ও কোর্ট চত্বর থেকে একটি মিছিল স্টেশন পর্যন্ত যায়। অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী এবং পার্শ্বশিক্ষকদের উপর পুলিশি আক্রমণ এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটি ভেঙে দেওয়ার প্রতিবাদে এই মিছিল। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন কর্মচারী আন্দোলনের নেতা প্রণব আইচ, শরদিন্দু শেখর মিত্র, রঞ্জিত দত্ত এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

শিল্পাঞ্চল আসানসোলেও ২৬ ফেব্রুয়ারি হাজার হাজার কর্মচারী পথে নেমে প্রতিবাদ জানান। মুখ্যমন্ত্রীর স্বৈরাচারী মনোভাবের তীব্র নিন্দা করা হয়। ভাষণ দেন সুকুমার নায়েক ও অভিজিৎ দত্ত।

বর্ধমান পুরবাজেট

প্রকল্প অনেক : বরাদ্দের উল্লেখ নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান পুরবাজেটে এবার একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করলেন চেয়ারম্যান ডাঃ স্বরূপ দত্ত। বাজেট বলতে শুধুই সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের দু-পাতার একটি হিসেব। সঙ্গে একগুচ্ছ ইচ্ছার দু-পাতার একটি লিফলেট। শহরের যানজট এড়াতে স্টেশন থেকে পারবীরহাটা পর্যন্ত একটি ফ্লাইওভার হবে, তিনকোনিয়া বাসস্ট্যাণ্ডে একটি মাল্টি কমপ্লেক্স মার্কেট হবে যেখানে অত্যাধুনিক টেলিমেডিসিন সেন্টার এবং আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং জোন থাকবে, শহরবাসীকে দু'চাকা, চার চাকা, সাইকেল এখানেই রাখতে হবে। শহরকে আলো, ফুলগাছ দিয়ে সাজানোর কথা বলা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে সি সি টি ভি বসানো হবে। এছাড়া দামোদর নদীতে যে বড় জলপ্রকল্প আগের বোর্ড ধরে গেছে তা আড়াই বছরে শেষ হলে আগামী ৩০ বছর ১৩৫ লিটার মাথাপিছু প্রতিদিন জল দেওয়া হবে।

২৪ ফেব্রুয়ারি বাজেট প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে পুরপতি শহরের দুটি প্রান্তে দুটি বাসস্ট্যাণ্ডের উল্লেখ করেন। সাংবাদিকদের শহরের যানজট প্রসঙ্গে জানান, আগের আর টি ও বাস পিছু দশ হাজার করে নিয়ে৬০০ বাস দিয়েছেন। এর ফলে শহরের ভিতর দিয়ে যে ৬০০ বাস ঢোকার নিষেধ ছিল তারাও শহরে প্রবেশ করার জন্য যানজট বেড়েছে।

এদিকে বাজেট বিশেষজ্ঞরা প্রস্তাবিত বাজেট দেখে হতবাক হয়েছেন। কোন প্রকল্পে কত টাকা ধার্য তার কোনো উল্লেখ নেই, সময়সীমাও নেই। প্রাক্তন চেয়ারম্যান বাজেট নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। তিনি জানান বাজেট সম্বন্ধে কোনো ধ্যান-ধারণাই নেই। উনি স্বপ্নের পোলাওয়ে প্রাণপণে ঘি ঢেলেছেন। পুরসভার সম্পদ উনি ধ্বংস করে দিচ্ছেন। তিনকোনিয়ার কাছে অতিথিশালা এখন সমাজবিরোধীদের আখড়া হয়েছে। দামোদর নদীতে জলপ্রকল্প প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জানান, উনি ওখানেও স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। আমরাই প্রকল্পটি আরম্ভ করে এসেছি। ওঁরা কোনো টাকাই বরাদ্দ করেননি। উড়ালপুল প্রসঙ্গে তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, ঐ উড়ালপুল করতে কত খরচ উনি জানেন? পুরসভার কত আয় হয় তাও বোধহয় জানা নেই।

২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে প্রকল্পের একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন চেয়ারম্যান। নাগরিকদেরও প্রশ্ন, বড় বড় প্রকল্প ঘোষণা করে দিলেই তো প্রকল্প হবে না। টাকার সংস্থান কই? ১৮০ কোটি টাকার বাজেট এস্টিমেট দেখানো হয়। তাতে শুধুমাত্র আয় ও ব্যয় দু'মুখ সমান করে দেখানো হয়েছে। কোন প্রকল্পে কত টাকা বরাদ্দ, কোনো এ্যালটমেন্ট দেখানো নেই এস্টিমেটে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীনিবাস উদ্বোধনমঞ্চেই বিতর্কে জড়ালেন মন্ত্রী ও উপাচার্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ ফেব্রুয়ারি : আজ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের ছাত্রীদের জন্য উদ্বোধন হল বাবু জগজীবন রাম ছাত্রী নিবাস। উদ্বোধন করেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এদিনের উদ্বোধনী মঞ্চে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে জড়িয়ে পড়লেন উদ্বোধক স্বপন দেবনাথ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্মৃতিকুমার সরকার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য ছাত্রীনিবাসে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে একসাথে থাকেন, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা বা কর্মচারীরাও সকলে একসাথে থাকেন। কারও মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। এই ছাত্রী নির্বাসটিকে কেবলমাত্র এস সি তকমা দেওয়া হল। এটা মনে হয় ঠিক কাজ হল না। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ও সংস্কৃতি বিঘ্নিত হবে। ছাত্রীদের মধ্যে বিভেদ তৈরি হবে।

উপাচার্যের ভাষণ শেষ হতেই নিজের আসনে বসেই স্বপনবাবু উপাচার্যর ভাষণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। পার্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই ছাত্রীনিবাস তৈরি হয়েছে। ছাত্রীদের বিভেদ তৈরির জন্য নয়, এখানে থেকে ছাত্রীরা গর্ব অনুভব করবেন। কিন্তু অনেক উচ্চশিক্ষিত মানুষ এটা উপলব্ধি করতে পারছেন না, এটাই দুঃখের বিষয়। মন্ত্রীর এই ভাষণের পরই সভাস্থলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় শহর জুড়ে বিদগ্ধ মানুষদের মধ্যে আলোড়ন তৈরি হয়েছে।

এস এফ আই-এর প্রচারে আর পি এফ আক্রমণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ ফেব্রুয়ারি : আজ টেট দুর্নীতি নিয়ে প্রচার ও সই সংগ্রহ অভিযানের সময় কাটোয়া স্টেশন চত্বরে আর পি এফ কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হলেন ডি ওয়াই এফ আই কর্মীরা। ছিঁড়ে দেওয়া হল সংগঠনের পতাকাও। আর পি এফ কর্মীরা ডি ওয়াই এফ আই কর্মীদের ওপর চড়াও হয়ে শারীরিক ভাবে নিগ্রহ করে। সংগঠনের জোনাল কমিটির সম্পাদক প্রকাশ সরকারের জামার কলার ধরে টানা-হেচড়া করেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ডি ওয়াই এফ আই কর্মীরা ও সাধারণ যাত্রীরা তীব্র প্রতিবাদ করলে প্রকাশ সরকারকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর কাটোয়া স্টেশনে আর পি এফ থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় ডি ওয়াই এফ আই কর্মীরা। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন অঞ্জন চ্যাটার্জী সহ গণআন্দোলনের নেতৃত্ব। পড়ে আর পি এফ-র ওসি ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলে বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষ করা হয়।

ধর্ষিতা আত্মঘাতী কেতুগ্রামে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি, বর্ধমান : কেতুগ্রাম থানার চাকতা গ্রামে ধর্ষিতা হয়ে আত্মঘাতী হল ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রী। এদিন মেয়েটির বাড়িতে কেউ ছিল না, বাবা বাসের কর্মী, মা মামা বাড়ি মুর্শিদাবাদে গিয়েছিল। ঘরে একা পেয়ে ঐ গ্রামেরই অমর মাঝি নামে এক যুবক ও তার তিনি বন্ধু মিলে ছাত্রীটির উপর পাশবিক আক্রমণ চালায়। নিজেকে রক্ষা করতে না পেরে মেয়েটি গায়ে আগুন দেয়। চেঁচামেচি ও ধোঁয়া দেখে প্রতিবেশীরা এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মেয়েটির মৃত্যুকালীন জবানবন্দি থেকে জানা গেছে অমর মাঝি যখন তাঁর উপর পাশবিক অত্যাচার করে তখন তার তিন বন্ধু বাইরে দাঁড়িয়ে পাহাড়া দিচ্ছিল। গ্রামবাসীদের চাপে পুলিশ অমর মাঝিকে গ্রেফতার করেছে। বাকি তিনজন পলাতক। পুলিশ এই ঘটনাকে ধর্ষণ নয় বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ।

রানিগঞ্জ মহিলা কলেজ

বিজয়ী প্রার্থীদের সংবর্ধনা দিল এস এফ. আই

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ২৮ ফেব্রুয়ারি : আজ এস এফ আই জেলা কমিটির উদ্যোগে রানিগঞ্জ কয়লা শ্রমিক ভবনে রানিগঞ্জ মহিলা কলেজে জয়ী এস এফ আই প্রার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

সভায় জয়ী ছাত্রী পুতুলী টুডু জয়ী হওয়ার পর কলেজে সংসদ গঠনের জন্য যখন কলেজে ঢুকতে যান তখন পুলিশ এবং তৃণমূল গুণ্ডাবাহিনীর তাণ্ডবের যে চেহারা তা বর্ণনা করেন। এই কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এস এফ আই প্রার্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠা পেলেও সংসদ গঠন করতে পারে নি। এই সংসদ গঠনের দিন তৃণমূল দুষ্কৃতীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ১৪৪ ধারাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এস এফ আই-এর নির্বাচিত প্রার্থীদের আক্রমণ করে এবং কলেজ চত্বরে ঢুকতে দেয়নি।

এই জয়কে রানিগঞ্জের তৃণমূল দুষ্কৃতীরা মেনে না নিলেও রানিগঞ্জ গার্লস কলেজের ছাত্রীদের লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছে রানিগঞ্জ তথা পশ্চিমবাংলার মানুষ। এই সভায় ছাত্রীনেত্রী সুস্মিতা মণ্ডলও বক্তব্য রাখেন।

পূর্বস্থলীতে শ্রমজীবী মহিলাদের কনভেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৪ ফেব্রুয়ারি : আজ সারা ভারত শ্রমজীবী মহিলা সমন্বয় কমিটি পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির উদ্যোগে পূর্বস্থলী-২ নং ব্লকের পূর্বস্থলীর কমিউনিটি হলে ১৫ দফা দাবিতে শ্রমজীবী মহিলাদের নিয়ে এক কনভেনশনের আয়জন করা হয়।

সভাপতিত্ব করেন অঞ্জু দেবনাথ, সরস্বতী দাস ও শিখা পাইন। প্রধান বক্তা ছিলেন সি আই টি ইউ বর্ধমান জেলা কমিটির অন্যতম নেতা অঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

কনভেশনে উপস্থিত ছিলেন মহিলা সমিতির পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সম্পাদিকা আলেয়া বেগম, পূর্বস্থলী-২ নং লোকাল কমিটির সম্পাদিকা বাসন্তী কুরি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সি পি আই(এম)-এর পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সম্পাদক সুব্রত ভাণ্ডাল, প্রবীণ সি পি আই(এম) নেতা মনোরঞ্জন নাথ, সি আই টি ইউ নেতা প্রবীর মজুমদার।

সি আই টি ইউ-র নেতৃত্বে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আই সি ডি এস, আশাকর্মী, বিড়ি শ্রমিক, রাইস মিল, চিড়ে কল, তাঁতকল, ইটভাঁটা ইত্যাদিতে যে মহিলারা কাজ করেন তাঁদের জীবনমান অত্যন্ত নিম্নমুখী, কোনো নিরাপত্তা নেই সেখানে। ঠিক মতো মজুরি তাঁরা পান না। শৌচাগার নেই, থাকার ঘর নেই, বিদ্যুৎ নেই। অস্বাস্থ্যকর এক পরিবেশে তাদের কাজ করতে হয়। এই সমস্ত অংশের মহিলাদের সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কনকভেনশনে ১৫ দফা দাবিসনদ পাঠ করেন অঞ্জু দেবনাথ। কনভেনশনে দুই শত জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন।

পার্টি অফিস খোলার দাবিতে সাহসী মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : সরকার পরিবর্তনের পর রাজ্য জুড়ে তৃণমূলিরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে খুন, জখম, পার্টি অফিস ভাঙচুর, দখল করা শুরু করে। মেমারি বিরশিমুল গ্রামে বিধানসভা নির্বাচনের পরই তারা সি পি আই(এম)-এর পার্টি অফিস দখল করে সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে বিশাল সাহসী মিছিল জুঝারপুর গ্রাম পরিক্রমা করে। বিরসিমুল চৌমাথার মোড়ে দখল করা সি পি আই(এম) বিরশিমুল শাখা পার্টি অফিস প্রাঙ্গণে মিছিল শেষ হয়। সেখানে পার্টির পতাকা উত্তোলন করেন জগন্নাথ গাঙ্গুলি। পথসভায় বক্তব্য রাখেন কৃষকনেতা আন্তাজ আলি দাফদার। এই বিশাল মিছিলের নেতৃত্ব দেন আন্তাজ আলি দফাদার সঞ্জীব চক্রবর্তী, মানব সেন, সুনীল বণিক, বিশ্বনাথ হাঁসদা, হিরুলাল সরেন, গৌতম মজুমদার, শংকর কর্মকার, আলপনা গুঁই প্রমুখ।

নিজেদের পতাকা লাগিয়ে রং করে নেয়। সম্প্রতি সি পি আই(এম) মেমারি-১ পূর্ব লোকাল কমিটির উদ্যোগে মেমারি মগলমপুর কবরস্থানের মাঠে ব্যাপক মানুষের জমায়েত করে তৃণমূলের রক্তচক্ষু ও

নতুন চিঠি

১ মার্চ, ২০১৪

কী চলছে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে?

শিক্ষাঙ্গনে দলীয় দুষ্কৃতীরাজ, শিক্ষক নির্বাচনে নির্লজ্জ দলতন্ত্র এবং দলানুগত অযোগ্য ব্যক্তিদের শিক্ষক নিয়োগ কমিশনগুলির চূড়ায় বসিয়ে দেওয়ার ফলে তৃণমূল-শাসিত পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রটিই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সমস্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এখন টি এম সি পি-র নামে মস্তানদের দখলে। তীব্র স্নায়বিক চাপের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের দুরুদুরু বক্ষে কর্মরত প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে হয়। শিক্ষক নিয়োগে তৃণমূলের প্রতি আনুগত্যই একমাত্র মাপকাঠি, দলীয় দাদাদের স্বজন হলে তো কথাই নেই। এজন্য নিয়োগ পরীক্ষার (টেট) ফলাফলকেও পাল্টে দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিকের টেট পরীক্ষার চূড়ান্ত কেলেঙ্কারি এখন সকলেরই জানা। এমন সব ব্যক্তিকে সার্ভিস কমিশনের কর্তাপদে বসানো হচ্ছে যাদের সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের যোগ্যতাটুকু পর্যন্ত নেই। ফলে আদালতকে বারংবার হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে। পুলিশ পাঠিয়ে কমিশন-কর্তাকে আদালতে ধরে আনা হচ্ছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য।

আদালতের নির্দেশকেও না মানার একটি প্রবণতা স্বৈরাচারী তৃণমূল সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠছে। এমনটাই ঘটেছে ২০০৯ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় এক পরীক্ষার্থিনীর ক্ষেত্রে। তথ্যের অধিকার আইনে খাতা দেখতে চেয়ে সুপ্রিয়া প্রামাণিক দেখেন তাঁর ইতিহাস পরীক্ষার প্রথম পত্রে ৪৮.৫০ নম্বর পেলেও কমিশনের কপিতে তা ৪৪.১ দেখিয়ে অন্যদের তুলে আনা হয়েছে। আদালত তিন মাসের মধ্যে পরীক্ষার্থিনীকে নিয়োগের নির্দেশ দিলেও তা অমান্য করা হয়। আদালত অবমাননার দায়ে দু-দুবার হাজির হবার নির্দেশও অমান্য করেন সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান। অবশেষে আদালতের নির্দেশে পুলিশ গিয়ে তাঁকে ধরে আনলে করজোরে তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করেন। এর চেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে? আর এভাবে আদালতের দ্বারস্থ হবার ক্ষমতাই বা ক'জনের আছে? তবে পরীক্ষার নামে যে কী চলছে এই ঘটনাই তার সাক্ষ্য দেয়।

পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও অযোগ্যতাজনিত অব্যবস্থারও একের পর এক উদাহরণ তৈরি হচ্ছে। ২০১২ সালের এস এস সি এবং গত বছরের টেট পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের চরম হয়রানির শিকার হতে হয়। এবারেও এস এস সি-র টেট পরীক্ষার প্রস্তুতিপর্বেই এমন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে যে আগামী ৯ মার্চ এই পরীক্ষা আদৌ নেওয়া যাবে কিনা তা নিয়েই চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে।

এতসব কিছুর পরেও মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই দাবি জানাবেন, শিক্ষক-নিয়োগে নিরপেক্ষতা ও দক্ষতায় তিনি সারা ভারতে এক নম্বর।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বিশ্ব জাদু দিবস কবে? কার জন্মদিন স্মরণে এই দিবস? তাঁর কবে জন্ম?
২. জাদুকর পি সি সরকার স্মরণে ভারতীয় ডাক বিভাগ কবে ডাকটিকিট প্রকাশ করে?
৩. জাদুকর পি সি সরকার কোথায় কীভাবে মারা যান?
৪. ছাপাখানার উদ্ভাবক কে ছিলেন? তিনি কবে প্রয়াত হন?
৫. 'হুতুম প্যাঁচা' কোন লেখকের ছদ্মনাম? কবে তাঁর জন্ম?
৬. মাদ্রাজ রাজ্যের নাম তামিলনাড়ু করার সিদ্ধান্ত কবে হয়েছিল?
৭. আইপড এবং আইফোনের আবিষ্কর্তা কে? তিনি কবে জন্মান?
৮. ডমিনিকান রিপাবলিক কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৯. জামসেদপুর শহরের কবে জন্ম হয়?
১০. মিশর দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
১১. ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর পুরো নাম কী ছিল? তিনি কবে জন্মান?
১২. ভিটামিন শব্দের উদ্ভাবক কে? তাঁর কবে জন্ম? **(উত্তর শেষের পাতায়)**

জন্ম সার্ধশতবর্ষে কবি কামিনী রায়

(জন্ম - ১২-১০-১৮৬৪, মৃত্যু - ২৭-০৯-১৯৩৩)

কাজী আবদুল করিম

'করিতে পারি না কাজ, সদা ভয়, সদা লাজ,
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!'

১৮৮৮ সালে 'পাছে লোকে কিছু বলে'-এই কবিতা লিখেছিলেন কবি কামিনী রায়। যিনি স্ত্রী শিক্ষার প্রথম যুগের প্রথম মহিলা অনার্স গ্রাজুয়েট!

১৮৬৪ সালের ১২ অক্টোবর কবি কামিনী রায় বাংলাদেশের বরিশালের বাখরগঞ্জের বাসন্ডায় এক সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক চন্ডীচরণ সেন। পিতা ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী মানুষ। মুন্সেফের চাকরির পাশাপাশি ছিল সাহিত্যচর্চা। পিতামহ নিমচাঁদ সেনও ছিলেন সাহিত্যমনস্ক মানুষ, যাঁর প্রভাব কামিনীর বাল্যজীবনে প্রভাবিত হয়েছিল। স্বামী স্টাটুটারি সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ও ছিলেন পণ্ডিত মানুষ।

সেই সময়টায় ছিল নারীশিক্ষার প্রতি নিষ্ঠুর প্রতিবন্ধকতা। তার মধ্যেই চুপিসারে মায়ের সহায়তায় বিদ্যার্জন শুরু। মা তাকে রান্নাঘরের মাটির দেওয়ালে অ আ ক খ লিখে শেখাতেন। পাছে কারো নজরে পড়ে যায় এই ভয়ে সেই অক্ষরগুলো মা আবার মাটি দিয়ে লেপে মুছে দিতেন। এইভাবে অতি সন্তর্পণে মায়ের কাছে শিক্ষা শুরু হয়েছিল। প্রবল আগ্রহ এবং অদম্য জেদ ও ইচ্ছা তাঁকে শিক্ষায় সাফল্য আনতে সহায়তা করেছিল। ঠাকুরদাদা নিমচাঁদ সেনের শেখানো ছোট ছোট শ্লোক ছোট বেলায় আধো আধো গলায় কামিনী যখন বলতো তখন সকলে অবাক হয়ে তারিফ করতো। এইভাবেই কবি হওয়া শুরু ...

কামিনী সেন প্রাথমিক থেকে মাইনর পরীক্ষা সর্বত্রই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। গণিতে ছিলেন পারদর্শী। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে এবং এফ এ ক্লাসে সুনামের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি এ ক্লাসে ভর্তি হন বেথুন কলেজে। ১৮৮৬ সালে বি এ অনার্স (সংস্কৃত) কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, চন্দ্রমুখী বসুরা তাঁর আগে ১৮৮৩ সালে বি. এ পাশ করেছেন ঠিকই, তবে তিনিই প্রথম মহিলা যিনি অনার্স গ্র্যাজুয়েট। তারপর বেথুন স্কুলেই শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগপত্র পেয়ে যোগদান করেন।

বাবা চন্ডীচরণ সেনকে মুন্সেফের চাকরিসূত্রে বরিশাল, দিনাজপুরে ঘুরে বেড়াতে হতো। পরিবারে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন ছিল কিন্তু তার মধ্যেও কন্যার পড়াশুনা চালাতেন। চন্ডীচরণ সেনের পড়াশুনার ব্যাপারে প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান কম ছিল না। তাঁদের আর্থিক সহায়তা না পেলে তিনিও পড়াশুনা চালাতে পারতেন না। এক ইংরেজ সাহেবকে বাংলা শেখানোর সুবাদে যে অর্থ উপার্জন করেছিলেন তাই দিয়ে ওকালতি পড়েছিলেন। চাকরির পাশাপাশি বেশ কয়েকটি বইও তিনি রচনা করেন। তাঁর লেখা 'টমকাকার কুঠি' সেই সময় সমাদৃত হয়েছিল। বই সংগ্রহ করে ছোটখাটো একটি লাইব্রেরি করেছিলেন বাড়িতে। এই লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছিলেন কামিনী। বাড়ির এই পরিবেশ কামিনীকে সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে নিয়ে এসেছিল। সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন পিতার বন্ধু কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

কামিনী সেন ১৫ বছর বয়স থেকে কবিতা লিখলেও প্রকাশনার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। বাবার বন্ধু কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা ও সক্রিয় হস্তক্ষেপে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যগ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছিলেন। সেই সময় পাঠক মহলে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছিল 'আলো ও ছায়া' কাব্যগ্রন্থটি। তখনও বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হননি কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে। সেই কেদারনাথ রায় একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় কাব্যগ্রন্থটির বিষয়ে প্রশংসামূলক সমালোচনা করেছিলেন। ১৮৯৪ সালে এই কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে পরিনয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই কাব্যগ্রন্থটির প্রশংসা করে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তখন থেকেই কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

'আলো ও ছায়া' কাব্যগ্রন্থের 'সুখ' কবিতায় কবি লিখেছিলেন— 'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে / আসে নাই কেহ অবনী - পরে। / সকলের তরে সকলে আমরা / প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

'আলো ও ছায়া' কাব্যগ্রন্থের পর তাঁর 'গুঞ্জন' কাব্যগ্রন্থটি (১৯০৫) প্রকাশিত হয়। ছোটদের জন্য লেখা গুঞ্জনও সমাদৃত হয়েছিল। এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই তখন 'মুকুল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শিবনাথ শাস্ত্রী এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

তারপর একে একে তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ — 'নির্মাল্য' (১৮৯১), 'পৌরাণিকী' (১৮৯৭), 'মালা ও নির্মাল্য (১৯১৩), 'অশোক-সঙ্গীত' (১৯১৪) 'দীপ ও ধূপ' (১৯২৯), 'জীবন পথে' (১৯৩০) প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তাঁর রচিত 'ঠাকুরমার চিঠি' এবং 'নাতনির জবাব' গ্রন্থদুটিও শিশুপাঠের উপযোগী ছিল। তাঁর লেখা 'অম্বা' (১৯১৫) এবং 'সিতিমা' নাটিকা দুটিও তখন বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে অভিনীত হতো। কামিনী রায়ের লেখা অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'মহাশ্বেতা' এবং 'পুণ্ডরীক' দীর্ঘ কবিতা দুটি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল।

কবি কামিনী রায়ের পারিবারিক জীবনে হঠাৎ নেমে আসে গভীর দুঃখের অমানিশা। স্বামী কেদারনাথ রায় ১৯০৯ সালে দুর্ঘটনায় মারা যান। তার কিছুদিন পরই মাত্র ১৩ বছরের পুত্র অশোককে হারাতে হয়। তাদের শোক ভুলবার আগেই তাঁর কন্যা লীলার মৃত্যু ঘটে। ফলে নির্বাক হয়ে যান কবি। কাব্যচর্চা হয় স্তব্ধ। চরম বিপর্যয়ের মধ্যে দিন অতিবাহিত হয়।

শোক-দুঃখ-যন্ত্রণায় দিশেহারা কবি সান্ত্বনা আর শান্তির জন্য আবার হাতে তুলে নেন কলম। মন দেন কাব্যচর্চায়। লিখেছিলেন— ''গেছে যাক ভেঙে সুখের স্বপন,/ স্বপন অমন ভেঙেই থাকে, / গেছে যাক নিবে আলেয়ার আলো, / গৃহে এসে আর ঘুরো না পাঁকে।''

এইসময় তাঁর লেখা অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'অশোক-সঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থটি জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। জননী হৃদয়ের অন্তর্বেদনা ফুটে ওঠে এই কাব্যগ্রন্থের ছন্দে ছন্দে। তাঁর কবিতায় জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আনন্দ-বেদনা সহজ সরল ও সাবলীল প্রকাশ ঘটেছে।

সামাজিক জীবনেও তিনি ছিলেন সাবলীল। ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' সম্মানে ভূষিত করেছিল।

১৯৩২ সাল থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি। ১৯৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মাত্র ৬৯ বছর বয়সে কবি কামিনী রায়ের জীবনাবসান ঘটে।

এই ২০১৪ সাল কবির জন্মের সার্ধ-শতবর্ষ। আজ যখন মানুষ আত্মকেন্দ্রিক, বিচিত্র ভোগবাদের অন্ধগলিতে ঘুরপাক খাচ্ছে, নিজের সুখের জন্য অস্থির এবং উদভ্রান্ত, ফলে বাড়ছে অশান্তি, হানাহানি, বিশৃঙ্খলা, তখন শুনি কবির সেই 'সুখ' কবিতার আহ্বান —''সুখ সুখ করে কাঁদিও না আর / যতই কাঁদিবে ততই বাড়িবে হৃদয় যাতনা ভার'।

এখন তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি সহ সাহিত্য কর্মের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা এবং পর্যালোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

শালুক চিনেছেন ...

বিশেষ সংবাদদাতা : আন্না হাজারে কি সত্যিই পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব? একটি এন জি ওর সভাপতি এবং সরকারি টাকায় প্রকল্প করতে গিয়ে শতকরা আশিভাগ টাকা খরচ করেছেন শুধু অফিস খরচ বাবদ। বাকি টাকায় আর কতটুকু কাজ করা সম্ভব। আন্না হাজারে মাথায় অবশ্য গান্ধিটুপি পরে থাকেন, পোষাকও সম্ভবত খাদিরই। কিছুদিন আগে লোকপাল বিল নিয়ে বেশ হৈ-চৈ করে দিল্লিতে অনশনে বসেছিলেন। প্রাক্তন এক আই পি এস অফিসার সহযোগী। সাধু(?) রামদেবও এই সমাবেশে হাজির হয়েছিলেন সক্রিয়ভাবে। রামদেব লাল পট্টবস্ত্র এবং উত্তরীয় পরে থাকলেও কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক। ইংল্যান্ডে একটি প্রাসাদ সহ আস্ত দ্বীপেরও মালিক তিনি। তা ছাড়া কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি এবং বিশাল একটি ঔষধ কারখানারও মালিক তিনি। অনশনও করেছিলেন কয়েকদিন। একসময় মহিলাদের সালোয়ার কামিজ পরে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েন পুলিশের হাতে।

যে মমতা ব্যানার্জী একসময় ছড়া করে বলেছিলেন, 'আন্না ... আর না' সেই মমতাই ডিগবাজি খেয়ে গেলেন ৩৬০ ডিগ্রিতে। হঠাৎ দিল্লিতে আন্নাজির পা ছুয়ে প্রণাম করে বসলেন। আন্না জানালেন মমতাই ভাবী প্রধানমন্ত্রী। এরকম সাদাসিধে জীবনযাপন। হাওয়াইচটি, সাদামাটা ঘরে বাস (বাড়িটা ভাড়ার কিন্তু বাড়িওয়ালা আর ভাড়া পান না), ইত্যাদি গুণাবলীর অধিকারীই তো ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্য। কিন্তু যোগ্যতা আরও আছে— প্রতিদিন নারীদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, উনি ছোট ছেলেদের দুষ্টুমি বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন। বিরোধীদলের অফিসগুলি প্রতিদিন দখল হচ্ছে, ভাঙচুর হচ্ছে। স্কুল-কলেজগুলির নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছেন। হাওয়াই চপ্পলের ভাই ভাইপো-ভাইঝিরা ইতিমধ্যেই কোটি কোটি টাকার সম্পদের অধিকারী হয়েছেন। সারদা কেলেঙ্কারির ২২ হাজার কোটি টাকার হিসাব নেই। ছবি বিক্রি করে নাকি গত নির্বাচন লড়েছেন। এখন আর ছবি বিক্রি হচ্ছে না। লক্ষ লক্ষ বেকারকে ভাওতা দিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাঁর চেতনার রঙে গোটা দেশই এগিয়ে যাচ্ছে কোন অতলের দিকে...। অবশ্য একটু ফাঁকও রেখে দিলেন। যে সাংবাদিক সম্মেলনে আন্না মমতা যৌথভাবে উপস্থিত ছিলেন সেটির উদ্যোক্তা ছিলেন তৃণমূলের আড়কাঠিরাই। আন্না খদ্দর পরেন বটে কিন্তু সচ্ছলতার রাজনীতিতে সচ্ছদ। বিশেষ দলের নন তবু আন্নার সেই সাংবাদিক সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন কোটি কোটি টাকায় থলি নিয়ে ভোট কিনতে যাওয়া জনৈক এম পি। আন্না দিল্লিতে বা দেশের অন্যত্র ঘোরাফেরা করেন কয়েকজন ধনী সাংসদের টাকায় শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল গাড়িতে। কোথাও ট্রেনে চড়েন না—উড়ো জাহাজের আরোহী হন তিনি। এহেন মানুষ দাবি করেন আম-আদমির অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জন্য তিনি নিবেদিত।

অনশন মঞ্চের সাফল্যের জন্য অর্থাৎ লোকপাল বিল লোকসভায় উঠানোর জন্য কোটি কোটি টাকায় মচ্ছবের জন্য কোন আম-আদমি টাকা দিল? মমতা তাঁরই হাত ধরেছেন। শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর।

বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হল রাঢ় বাংলা কবিতা উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ বর্ধমান জেলা কমিটি আয়োজিত দশমবর্ষ রাঢ় বাংলা কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২৩ ফেব্রুয়ারি জাগরী সভাকক্ষে। উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কবি নীলা কর।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি সুধীর রায়। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া থেকে মোট ৭০ জন আমন্ত্রিত কবি কবিতা পাঠ করেন বাংলা, হিন্দি ও সাঁওতালি ভাষায়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট কবি জয়নাল আবেদিনকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

তুমি বৃক্ষ আদি-প্রাণ

সুনীল কুমার সাঁই

বৃক্ষই এই পৃথিবীর আদিমতম প্রাণের অভিব্যক্তি। মনুষ্যসহ সমগ্র প্রাণীজগতের অস্তিত্বই নির্ভর করে আছে ঐ সকল বৃক্ষরাজির অকৃত্রিম দানে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি বন্দনায় বৃক্ষরাজিকে বারংবার স্মরণ করেছেন তাঁর প্রবন্ধ ও কবিতায়। তাঁর একটি উদ্ধৃতি তা প্রমাণ করে—''মানুষ অমিতাচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদান-প্রদান ... । সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে।''

নৃতত্ত্ববিদদের মতে নব্য মানুষের উদ্ভব আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার বছরের অধিক। ওই বিস্তীর্ণ সময়কালে মানুষ থেমে থাকেনি। মানবজাতি তার বাঁচার তাগিদে বেছে নিয়েছিল অরণ্যকে। জীবনধারণের জন্য অরণ্য থেকে খুঁজে নিয়েছিল তার খাদ্যসামগ্রী। অনুরূপভাবে রোগ-ব্যাধি নিরাময়ে এবং শরীরকে নীরোগ রাখার তাগিদে বনৌষধির অনুসন্ধান শুরু করেছিল, যা আজও থেমে নেই। এই চলমান প্রক্রিয়া বহু বছর ধরে চলে আসছে, যা তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

ভারত জীব-বৈচিত্র্যে বিশ্বে অনন্য। এ দেশের বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজারের অধিক প্রজাতির গাছপালা সনাক্ত ও লিপিবদ্ধ করেছেন। বাকি আছে আরও অসংখ্য। লিপিবদ্ধ প্রজাতির মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার প্রজাতি আমাদের প্রথাগত চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যথা আয়ুর্বেদ, ইউনানি, সিদ্ধা (দক্ষিণ ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি)। এছাড়াও ব্যবহৃত হয় এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি ঔষধও।

বনজাত খাদ্যসামগ্রী ও বনৌষধির সর্বোচ্চ ব্যবহারকারী এদেশের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। ভারতের অরণ্যে বসবাস করে প্রায় চারশো সাতশটি ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ গোষ্ঠীর আদিবাসী সম্প্রদায়। তাদের নিজস্ব পরম্পরাগত চিকিৎসায় বনৌষধি, প্রাণীজ ও প্রাকৃতিক বস্তুর ব্যবহার অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। এছাড়াও বহু উদ্ভিদের অলিখিত লৌকিক ভেষজ ব্যবহার দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে।

এই বিপুল আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিগত লোক উদ্ভিদ বিদ্যা (Ethnobotany) ও ভারতবর্ষের বনৌষধির বৈচিত্র্য দেখে লোক উদ্ভিদবিদ্যার পথিকৃৎ পি জে ফক্স এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ভারত তার পরম্পরাগত লোক উদ্ভিদবিদ্যার প্রয়োগ পদ্ধতি বিশ্ববাসীকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে। অথচ এত বিপুল পরিমাণ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দেশের কর্ণধারেরা এ বিষয়ে যথেষ্ট দৃষ্টিপাত করেন নি। যেখানে পৃথিবীর আশি শতাংশ মানুষ বনৌষধি ও প্রাকৃতিক চিকিৎসার কল্যাণে বেঁচে আছে।

ভারতের অরণ্যে বনৌষধির স্বর্ণভাণ্ডার বিদেশিদের প্রলুব্ধ করছে এবং দিনের পর দিন দেশের ওষুধি গাছপালা গোপনে উন্নত দেশসমূহে পাচার হয়ে যাচ্ছে এবং সেসব দেশের আধুনিক গবেষণাগারে ঐ গাছগাছড়া থেকে এমনসব জীবনদায়ী ঔষধ আবিষ্কৃত হচ্ছে যা আমরা কোনোদিন আমাদের বলে দাবি করতে পারবো না। কারণ আমরা আমাদের নিজস্ব পেটেন্ট আইনকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা নির্দেশিত পেটেন্ট চুক্তিতে সই করে বসে আছি। আর আমার দেশের বনজসম্পদ অবলীলাক্রমে বিদেশে চলে যাচ্ছে। ভারতের নিম, হলুদ, করলা, উচ্ছে, বাসমতীচাল ইত্যাদি আরও অনেক কিছু আমাদের বলে দাবি করতে পারবো না। এ বিষয়ে আমাদের সোচ্চার হতে হবে।

বর্তমানে ভেষজ উদ্ভিদের গুরুত্ব দেশে-বিদেশে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধুনা একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে সারা পৃথিবী জুড়ে ভেষজ উদ্ভিদের বাজার প্রতি বছর প্রায় পনেরো শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা আগামী দিনে উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে। এই প্রেক্ষাপটে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এই যে ভারতকে ভেষজ উদ্ভিদের রপ্তানিকারক দেশ হতে গেলে প্রয়োজনীয় বনৌষধি, যেগুলির চাহিদা বিদেশে বেশি, সেগুলির ব্যাপক চাষাবাদ প্রয়োজন। শুধুমাত্র অরণ্যের উপর নির্ভর করলে চলবে না।

যাই হোক, বিলম্বে হলেও আমাদের দেশের গবেষণাগারে দেশজ ভেষজ নিয়ে নতুন মাত্রায় গবেষণা শুরু হয়েছে। আজ বনৌষধি নিয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এটি যুক্ত হয়েছে— যেমন বাওকেমিক্যাল, মাইক্রোবাওলজি, ফার্মাকগ্‌নসি, ফার্মাকোলজি, ক্লিনিক্যাল রিসার্চ ইত্যাদি শাখায়। বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে লৌকিক ভেষজ সম্পদের অনাবিস্কৃত অনেক গুণাবলী প্রকাশিত হচ্ছে। এমন অনেক উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে যা এড্‌স-এর মতো ব্যাধির প্রতিষেধক হতে পারে। কয়েক প্রকার ক্যানসার নিরাময়ে ভেষজ উদ্ভিদের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। ছত্রাকসর্বস্ব এ্যান্টিবাওটিকের বিকল্প হিসাবে অসংখ্য উদ্ভিদরাজি আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের আয়ত্তাধীন।

পরিশেষে, বিশ্বয়নের ফলে আমাদের দেশের ঔষধ শিল্প আজ অসম প্রতিযোগিতার শিকার। বহুজাতিক সংস্থাগুলি আজ আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে ওষুধের বাজার কব্জা করতে বসেছে। জীবনদায়ী ওষুধগুলির আকাশ-ছোঁয়া দাম সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। এমতাবস্থায় দেশের তরুণ বিজ্ঞানীরা, যাঁরা গবেষণার কাজে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন, তাঁদের নতুন করে ভাবতে হবে, ঘুরে দাঁড়াতে হবেই আজ নয় তো কাল।

মহাবিশ্বের বিস্ময়

জয়দেব নায়ক

আমাদের এই পৃথিবীর সাগর, পাহাড়, বনভূমি, মরুভূমি, স্থল, গ্রাম, শহর, বড় বড় নগর, আধুনিক প্রযুক্তির নানান বিস্ময়কর উপকরণ দেখে আমরা বিস্মিত হই। রাতের আকাশে তাকালে চন্দ্র, গ্রহ ও অসংখ্য তারা দেখে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। আবার আধুনিক প্রযুক্তির মাইক্রোওয়েভ দূরবিনের ও উপগ্রহের সাহায্যে মহাকাশে এমন সব বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে যা আমাদের কল্পনার বাইরে। রাতের আকাশে তাকালে মনে হয় মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরে একই রকমের আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং মহাকাশচর্চা আমাদের সব ভাবনা-চিন্তাকে ওলট-পালট করে দিয়েছে।

অতীতের পৃথিবীকেন্দ্রিক জগতের ধারণা, কোপারনিকাসের তত্ত্ব ও গ্যালিলিওর দূরবিন আবিষ্কার সম্পূর্ণ ভুল বলে প্রমাণিত করেছে। এখন আমরা জানি সূর্য নামক নক্ষত্রের চারধারে গ্রহগুলি ঘোরে। অধিকাংশ গ্রহের রয়েছে এক বা একাধিক উপগ্রহ। গ্রহ-উপগ্রহগুলির গঠন, উপাদান এবং আবহমণ্ডল সম্পর্কেও মানুষ অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে। আমাদের সৌরজগতের শেষপ্রান্তে রয়েছে করপার বেল্ট ও ওর্ট ক্লাউড, যেখানে রয়েছে অসংখ্য ধূলোময়লা, মিথেন, অ্যামোনিয়া মিশ্রিত বরফের খণ্ড। এই নুড়ি পাথরগুলিই কখনো কখনো সৌরজগতে প্রবেশ করে এবং সূর্যের কাছে এলে ঝাঁটার মতো লেজ তৈরি করে আকাশে জ্বল জ্বল করে। এরাই ধূমকেতু।

শীতকালে আকাশ পরিষ্কার থাকলে আমরা রাত্রে মাথার উপর উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বা কিন্তু কম বিস্তৃতির একটা হাল্কা মেঘের মতো দেখতে পাই। এটা আসলে মেঘ নয়, এখানে রয়েছে ঘনসংবদ্ধ অবস্থায় হাজার হাজার কোটি তারা। একে বলা হয় আকাশগঙ্গা। আমরা রাতে যে অসংখ্য তারা দেখি তা এবং সৌরজগত ও ঐ আকাশগঙ্গা নিয়ে গঠিত হয়েছে আমাদের তারা জগত(Galaxy) আমাদের গ্যালাক্সির একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে আলো যেতে সময় নেয় এক লক্ষ বছর। এর কেন্দ্র থেকে প্রায় পঁচিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে আমাদের সৌরজগত। আমাদের গ্যালাক্সি তার কেন্দ্রগামী অক্ষের চারিধারে দ্রুত গতিতে ঘুরে চলেছে। সুতরাং আমাদের সূর্য স্থির নয়। সে যেমন নিজের অক্ষ বরাবর ঘোরে সেরকম গ্যালাক্সির সাথেও ঘোরে। সূর্যের একবার ঘুরতে সময় দরকার ২২ কোটি বছর।

আমাদের গ্যালাক্সি থেকে ২০ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে আমাদের নিকটতম এ্যানড্রোমিডা গ্যালাক্সি। এক একটি গ্যালাক্সিতে রয়েছে কয়েক হাজার কোটি তারা। আমাদের সূর্য এক মাঝারি মাপের তারা। এরকম কয়েক হাজার কোটি গ্যালাক্সি নিয়ে গঠিত আমাদের মহাবিশ্ব। গ্যালাক্সিগুলির রয়েছে বিভিন্ন আকৃতি ও আয়তন। কতকগুলি গ্যালাক্সি মিলে একটি স্থানীয় গ্রুপ তৈরি করে। আবার এরকম কয়েক ডজন স্থানীয় গ্রুপ মিলে একটি বৃহদাকার গ্রুপ তৈরি করে। গ্যালাক্সিগুলির মধ্যেই রয়েছে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য গ্যাসের মেঘ বা নেবুলা। এর থেকেই নক্ষত্রের জন্ম হয়। আবার লক্ষ করা গেছে কোনো তারার বিস্ফোরণ, যা ঐ তারার মৃত্যু পরোয়ানা ঘোষণা করেছে। তারাদের জ্বালানি হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম শেষ হয়ে গেলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং এরপর তাদের আকৃতি অনুসারে তারা সাদা বামন বা নিউট্রনস্টার বা ব্লাকহোলে পরিণত হয়। এ সবই আধুনিক যন্ত্রপাতিতে ধরা পড়েছে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন আমরা বিভিন্ন যন্ত্রপাতির দ্বারা মহাবিশ্বে যে সমস্ত বস্তুর হদিশ পেয়েছি তা মহাবিশ্বের মোট অংশের ৪.৫ শতাংশ। গবেষণা অনুসারে বাকি ২৫ শতাংশ ডার্ক ম্যাটার এবং ৭০.৫ শতাংশ ডার্ক এ্যানার্জি অর্থাৎ অদৃশ্যবস্তু এবং হদিশ না পাওয়া শক্তি। বিভিন্ন গ্যালাক্সি থেকে আসা আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ (আলোকে বিভিন্ন রঙে ভেঙে দেওয়া) করে দেখা গেছে বর্ণালীর মধ্যে কালো রেখা ক্রমশ লাল আলোর দিকে সরে যাচ্ছে। এই ঘটনাকে বলে লালসরণ। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনুসারে এটা সম্ভব যদি ঐ গ্যালাক্সি আমাদের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যায়। বৈজ্ঞানিকরা ঐ লালসরণের পরিমাপ থেকে দূরবর্তী গ্যালাক্সির সরে যাওয়ার বেগ নির্ণয় করেন। দেখা গেছে, যে গ্যালাক্সি যত দূরে, তার বেগ তত বেশি। এইভাবে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রমাণিত হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্থির নয়। গ্যালাক্সি-গুচ্ছগুলির মধ্যে গ্যালাক্সিগুলি পরস্পর মহাকর্ষীয় বলে আবদ্ধ হয়ে স্থির থাকলেও গ্যালাক্সিগুচ্ছগুলি পরস্পর থেকে দ্রুত বেগে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হচ্ছে। যেমন একটি রাবারের বেলুনে কতকগুলি কালির ডট দেওয়ার পর যদি বেলুনকে ফোলানো হয় তবে ডটগুলি পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঐ ভাবেই প্রসারিত হচ্ছে।

এই প্রসারিত হওয়ার প্রমাণ থেকে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা হলো আমরা যদি অতীতের দিকে যেতে চাই তাহলে গ্যালাক্সিগুচ্ছগুলি আরো কাছে ছিলো। অতীতের দিকে চলে দেখা যায় তারা সব একটি বিন্দুতে মিলিত ছিলো। অর্থাৎ আজ আমাদের পৃথিবী সহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু দেখছি তা একসময় এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত ছিল। একে বলে সিঙ্গুলারিটি। এটা সাধারণভাবে একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা দ্বারা এর সত্যতার ব্যাখ্যায় একেবারে কাছে পৌঁছে গিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। যদিও সবটা এখনো জানা যায়নি। বিন্দুবৎ অবস্থায় সবকিছু ছিলো অসীম ঘনত্ব ও অসীম তাপমাত্রায়। এর মধ্যে ছিলো তীব্র চাঞ্চল্যতা। হঠাৎ তা একদিন প্রসারিত হতে শুরু করে। এই তত্ত্ব বিগ ব্যাঙ তত্ত্ব বলে খ্যাত। বিশ্ব সৃষ্টির এই ব্যাখ্যায় এই তত্ত্বই এখনো পযন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। সময় ও স্থানের শুরু এখান থেকেই।

বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ ফেব্রুয়ারি : বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রেস কর্ণারে, প্রয়াত তিন সাংবাদিক সমীরণ চৌধুরী, রঘুনাথ মণ্ডল ও সত্যব্রত ঘোষ (রানা)-কে স্মরণ করা হয়। প্রয়াত তিন সাংবাদিকের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত সাংবাদিক, চিত্র-সাংবাদিকগণ।

স্মরণসভায় তিন সাংবাদিকের স্মৃতিচারণ করেন সদানন্দ দাস, মধুসূদন হাজরা চৌধুরী, সত্যনারায়ণ মাজিলা, জগন্নাথ ভৌমিক, বৈদ্যনাথ কোঙার, পল্লব রায় চৌধুরী প্রমুখ। উপস্থিত সকলেই প্রয়াত সত্যব্রত ঘোষ (রানা)-এর স্ত্রী অরিত্রী ঘোষের চাকুরির ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়ার কথা বলেন। সঞ্চালনা করেন বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পার্থ চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি তারকনাথ রায়। এর আগে ২৫ ফেব্রুয়ারি জেলা পরিষদ অঙ্গীকার হলে সত্যব্রত ঘোষ (রানা)-এর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাপতি দেবু টুডু, পরিষদীয় সচিব উজ্জ্বল প্রমাণিক, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, কাউন্সিলার, আইনজীবী ও বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। এদিন সত্যব্রত ঘোষ (রানা)-র স্ত্রী অরিত্রী ঘোষ-এর হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়। সভাধিপতি, সদর থানার আই সি দিলীপ গাঙ্গুলি সহ উপস্থিত ব্যক্তির সত্যব্রত ঘোষের জীবনী ও স্মৃতিচারণ করেন।

পরিযায়ী পাখির আস্তানা কাষ্ঠশালীর জলাশয়ে দূষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৮ ফেব্রুয়ারি : কাষ্ঠশালীর জলাশয়ের দূষণ মাত্রা বাড়ছে, উদ্বিগ্ন এলাকাবাসী। ছাড়ি গঙ্গায় ১০ কিলোমিটার সুবিশাল জলাভূমি সংলগ্ন এই জলাশয়ে ২০০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি এ বছর এসেছে। বেড়েছে পক্ষীপ্রেমী ও ভ্রমণ বিলাসী মানুষের ভিড়। ওয়াচ টাওয়ারে কিংবা ছোটো ছোটো পানসি নৌকায় চেপে কেউ কেউ হাতে বাইনোকুলার নিয়ে নেমে পড়ছেন জলে। দেশি-বিদেশি পাখিদের ঝাঁক। দিনভর পাখিদের কলতান আর কিচির মিচির ডাকে আনাবিল আনন্দ উপভোগ করার মহা সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে বর্ধমানের পূর্বস্থলীর কাষ্ঠশালীর ঝিলে।

বিশিষ্ট পক্ষীবিশারদ সঞ্জয় সিংহ বলেন, অন্যবারের তুলনায় এ বছর পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বেড়েছে। এখনো পর্যন্ত তাঁদের হিসাব অনুসারে দুইশত প্রজাতির পাখি তাঁদের চোখে ধরা পড়েছে। জলা ভূমি রক্ষা জন্য দূষণমুক্ত এলাকা গড়ে তুলতে তাঁরা এখানে একটি সেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে তুলেছেন, সাড়া পেয়েছেন। পর্যটকদের জন্য এখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা রয়েছে। একটি ওয়াচ টাওয়ার আছে, দেশি নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়।

কাষ্ঠশালীর 'বনবীথি' সংস্থার সম্পাদক অচিন্ত্য সিংহ বলেন, ভাগীরথী নদীর প্রাকৃতিক খেয়ালে এখানে সৃষ্টি হয়েছে জলাভূমি। তার মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ১০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অশ্বখুড়াকৃতি একটি প্রশাখা যেটি ৩.১৫ বর্গমিটার এলাকায় বিস্তৃত। একে বেষ্টিত করে ধীরে ধীরে মিশেছে ভাগীরথীর মূল স্রোতধারায়। ফলে সারা বছরই এখানে জল থাকে, থাকে প্রচুর জলজ উদ্ভিদ, যা জলচর পাখিদের আহার জোগায় সারা বছর।

স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলে জানা গেল, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৯৫ সালে বর্ধমান জেলা পরিষদ ও বনদপ্তরের উদ্যোগে তৈরি হয় ওয়াচ টাওয়ার, গেস্ট হাউস, পিকনিক গার্ডেন, পার্ক। এইসময় থেকেই এখানে পক্ষী পর্যটকরা আসতে শুরু করে।

ইস্পাতনগরীতে মাতৃভাষা দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি : ''একুশ আমার বুকের ভেতর টগবগিয়ে ছোটে ..'' আজ ইস্পাতনগরীতে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সকালে প্রথম অনুষ্ঠানটি হয় ইস্পাতনগরীর বি জোনে, 'ভাষা শহিদ উদ্যানে'। গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘ, বাংলা ভাষা চেতনা সমিতি ও নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দীপক দেব ও দিশারী মুখোপাধ্যায়। পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন বহু বিশিষ্ট শিল্পী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট বাচিক-শিল্পী অনির্বাণ দাশগুপ্ত।

অপর অনুষ্ঠানটি হয় ইস্পাতনগরীর এ-জোন মেজর পার্কে। গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন আরতি বসু। বহু বিশিষ্ট কবি ও সঙ্গীতশিল্পী অংশ নেন। ১ম-২য় শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের বর্ণমালা লেখার ও তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের হস্তলিখন প্রতিযোগিতায় বহু ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রকাশিত হয় গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘের ইস্পাত-২নং লোকাল কমিটির মুখপত্র 'যুগের যাত্রী'-র মাতৃভাষা দিবস সংখ্যার ফোল্ডার। সভাপতিত্ব করেন অশোক দাস।

হিমঘরগুলিতে মজুরি বাড়লো মুটিয়া মজদুরদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২২ ফেব্রুয়ারি : সম্প্রতি রাজ্যের হিমঘরগুলিতে আলু ঢোকানো ও বের করার মজুরি বৃদ্ধির জন্য মুটিয়া শ্রমিক ইউনিয়নের (সি আই টি ইউ)-র দেওয়া দাবি সনদের মীমাংসা হয়। মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় যে সমস্ত ইউনিয়ন, অ্যাসোসিয়েশন, উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই সি আই টি ইউ-এর সঠিক মজুরি বাড়ানোর প্রস্তাবকে একবাক্যে মেনে নেন। কনভেয়ার বেল্ট পরিচালিত হিমঘরগুলির ক্ষেত্রে লোডিং ও আনলোডিং মজুরি বস্তা পিছু (৫০ কেজি) ৩ টাকা ৯০ পয়সা ও কনভেয়ার বেল্ট ছাড়া লোডিং ও আনলোডিং মজুরি ৪ টাকা ৫ পয়সা ঠিক হয়। আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন সি আই টি ইউ-এর পরেশ দে, সম্পাদক বর্ধমান জেলা মুটিয়া মজদুর ইউনিয়ন শঙ্কর মুখার্জী প্রমুখ। এই আলোচনাসভা কলকাতা ভারত চেম্বার অফ কমার্স অফিসে হয়।

সেচখালের জলে তলিয়ে গেল ছাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ ফেব্রুয়ারি : বর্ধমানের কাঞ্চননগরের সেচখালের লক গেটে তলিয়ে গেল একাদশ শ্রেণির এক ছাত্র। বর্ধমান পুর বিদ্যায়তন উচ্চ বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্র অর্ঘ্য ব্যানার্জী(১৭)। এদিন দুপুরে বর্ধমান রাজ স্কুলের একাদশ শ্রেণির ৩ জন ছাত্র এবং বর্ধমান পুর বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ৩ জন ছাত্র মোট ৬ জন কাঞ্চনগরের সেচখালের লক গেটের দলে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল। জলের তোড়ে অর্ঘ্য ব্যানার্জী এবং অরিত্র দত্ত তলিয়ে যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা রাজস্কুলের ছাত্র অরিত্রকে উদ্ধার করলেও অর্ঘকে উদ্ধার করতে পারেনি। তল্লাসি চালিয়েও অর্ঘ্যর খোঁজ মেলেনি।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থিনী আত্মঘাতী রায়নায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষার্থিনী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হল রায়নায়। ছাত্রীর নাম সঞ্জিতা সরকার (১৬)। বাড়ি রায়না থানার বাঁকুড়া মোড়ে। সে মাছখান্ডা হাইস্কুলের ছাত্রী ছিল। এদিন ছিল ইংরাজি বিষয়ের পরীক্ষা। মৃতার পরিবারের লোকজন জানান পরীক্ষা পড়াশুনার জন্য বাড়িতে তাকে বকাবকি করা হয়। এরপর বাড়ির ভিতর পড়াশুনা করার সময় গলায় দড়ি দেয়। রায়না থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে বর্ধমানের পুলিশ মর্গে ময়দাতদন্তের জন্য পাঠায়।

মায়ের সামনেই অপহরণের চেষ্টা এক ছাত্রীকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই মায়ের সামনে এক পরীক্ষার্থিনীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে একদল দুষ্কৃতী। এদিন ওই ছাত্রী বর্ধমানের সুভাষপল্লী থেকে তার মায়ের সঙ্গে বিদ্যার্থী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল। পরীক্ষার্থিনী ও তাঁর মায়ের চেঁচামেচিতে স্থানীয় মানুষজন চার দুষ্কৃতী সেখ কায়েম, সেখ রফিক, সেখ রানা এবং সাদ্দাম হোসেনকে ঘিরে ফেলে। এরপর বর্ধমান থানার পুলিশ অভিযুক্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করে। বর্ধমান থানার আই সি জানান পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে ওই ছাত্রীর কোনো সমস্যা হয়নি। পরীক্ষার পরে ছাত্রী ও ছাত্রীর মাকে পুলিশি প্রহরায় বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ধৃতদের বাড়ি বর্ধমানের বাহির সর্বমঙ্গলাপাড়ায়।

কলেজ ছাত্রীকে উত্যক্ত, ধৃত যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ ফেব্রুয়ারি : কলেজছাত্রীকে উত্যক্ত করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম শ্যামল দাস। বাড়ি বর্ধমানের নীলপুরে। এদিন বর্ধমানের উদয়চাঁদ মহিলা কলেজের গেটের সামনে এক কলেজ ছাত্রীকে উত্যক্ত করার সময় মহিলা কলেজের অন্যছাত্রীরা ওই যুবককে ধরে ফেলে। এরপরে বর্ধমান থানায় খবর দিলে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

শিশু কন্যার উপর যৌন অত্যাচারে ধৃত প্রৌঢ়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ ফেব্রুয়ারি : চার বছরের শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে এক প্রৌঢ়কে গ্রেপ্তার করলো বর্ধমান থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রূপচাঁদ মণ্ডল। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমানের কালনাগেট শিবশঙ্কর পল্লী এলাকায়। আজ দুপুরে ওই শিশুকন্যার মা বাড়িতে ছিলেন না। ওই সুযোগে ধৃত প্রৌঢ় চকলেটের লোভ দেখিয়ে শিশুকন্যাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করে। এরপর বিকালে মা বাড়ি ফিরলে মাকে ঘটনার কথা জানালে বর্ধমান থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। শিশুটির চিকিৎসা চলছে।

লোকসভা নির্বাচনের জন্য নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশাসনিকসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ ফেব্রুয়ারি : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক স্তরে সভা হয়ে গেল বর্ধমান সার্কিট হাউসে ২৭ ফেব্রুয়ারি। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলি, মুর্শীদাবাদ, নদিয়ার জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে পাশ্ববর্তী রাজ্য ঝারখণ্ডের দুমকা, জামতারা, দেওঘর ও ধানবাদ জেলা শাসক ও পুলিশ সুপাররা ছিলেন সভায়। তাদের আলোচ্য বিষয় ছিল লোকসভা নির্বাচনের সময় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত ও মাওবাদী নাশকতা প্রতিরোধ। সভায় উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান বিভাগীয় কমিশনার এইচ রামালুল ডি আই জি, বর্ধমান বিভাগ এল. এন. মিনা ও পশ্চিমাঞ্চলের আই জি সিদ্দিনাথ গুপ্ত। বিভাগীয় কমিশনার জানান থানা স্তরেও একইরকম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি।

ফর্ম - ৪, রুল - ৮

নতুন চিঠি পত্রিকার প্রকাশ সম্পর্কিত ঘোষণা

১) প্রকাশের স্থান	ঃ	৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন, পোঃ ও জেলা - বর্ধমান - ৭১৩১০১
২) প্রকাশের ব্যবধান	ঃ	সাপ্তাহিক
৩) মুদ্রাকরের নাম	ঃ	অশোক ব্যানার্জী
জাতীয়তা	ঃ	ভারতীয়
ঠিকানা	ঃ	৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন, পোঃ ও জেলা - বর্ধমান, সূচক -৭১৩১০১
৪) প্রকাশকের নাম	ঃ	অশোক ব্যানার্জী
জাতীয়তা	ঃ	ভারতীয়
ঠিকানা	ঃ	৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন, পোঃ ও জেলা - বর্ধমান, সূচক -৭১৩১০১
৫) সম্পাদকের নাম	ঃ	জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য
জাতীয়তা	ঃ	ভারতীয়
ঠিকানা	ঃ	৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন, পোঃ ও জেলা - বর্ধমান, সূচক -৭১৩১০১
৬) স্বত্বাধিকারী	ঃ	নতুন চিঠি ট্রাস্ট ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন, পোঃ ও জেলা -বর্ধমান, সূচক - ৭১৩১০১

আমি অশোক ব্যানার্জী ঘোষণা করছি যে উপরে দেওয়া তথ্যাবলী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

১ মার্চ, ২০১৪ **স্বাঃ অশোক ব্যানার্জী**

Admission going on at

MODERN PUBLIC SCHOOL

NURSERY to V

FOR SESSION 2014-15

2nd Language Hindi or Bengali

442, Baburbag, Near Shivshankar Seva Samiti

Burdwan - 713104 (W.B)

Contact - 9434017705 / 9933553195

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ২৩ ফেব্রুয়ারি, প্রখ্যাত জাদুকর পি সি সরকার, ২৩-২-১৯১৩; ২। ২০১০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি; ৩। ১৯৭১ সালের ৬ জানুয়ারি জাপানে জাদুবিদ্যা প্রদর্শণী করার সময়; ৪। মোহন গুডেন বার্গ, ১৪৬৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি; ৫। কালিপ্রসন্ন সিংহ, ১৮৪০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি; ৬। ১৯৬১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি; ৭। স্টিভ পল জোবস, ১৯৫৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি; ৮। উত্তর আমেরিকা মহাদেশ, ১৮৪৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি, সান্টোডমিঙ্গো; ৯। ১৯০৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি; ১০। আফ্রিকা মহাদেশে, ১৯২২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি, কায়রো; ১১। মোরারজী রণ ছোড়জি দেশাই—১৮৯৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি; ১২। বিজ্ঞানী কাসিমির ফাঙ্গ, ১৮৮৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি সুদীপা মণ্ডল, স্বামী দেবব্রত মণ্ডল, বি এড কলেজ রোড, টিকরহাট, পোঃ - লাকুড্ডি, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, বিবাহ পূর্বে আমি সুদীপা সরকার, পিতা - স্বপন কুমার সরকার নামে পরিচিত ছিলাম, যা বিভিন্ন নথিতে নথিভুক্ত রয়েছে। ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে দেবব্রত মণ্ডল সাথে আমার বিবাহ হয় এবং বিবাহ পরবর্তীকালে সুদীপা মণ্ডল, স্বামী দেবব্রত মণ্ডল নামে পরিচিত হই যা আমার ভোটার পরিচয়পত্রে নথিভুক্ত আছে। সুদীপা সরকার, পিতা স্বপন কুমার সরকার ও সুদীপা মণ্ডল, স্বামী দেবব্রত মণ্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি ইসলাম সেখ, পিতা প্রয়াত ফকির মহম্মদ, কবিরপুর, পোঃ - বাহবপুর, থানা - মেমারি, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, অন্যান্য নথিপত্রে আমার নাম ইসলাম সেখ নথিভুক্ত আছে। রেশনকার্ডে ভুলবশত আমার নাম নুরুল ইসলাম নথিভুক্ত আছে। এই এফিডেবিট বলে আমি সর্বত্র ইসলাম সেখ নামে পরিচিত হলাম। ইসলাম সেখ এবং নুরুল ইসলাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

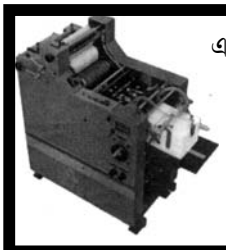

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা